অধিভুক্তি বাতিল দাবিতে অনড় শিক্ষার্থীরা

বিশ^বিদ্যালয় প্রতিবেদক
২৩ জুলাই ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ২৩ জুলাই ২০১৯ ০১:৪০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) অধিভুক্ত সরকারি ৭ কলেজের অধিভুক্তি বাতিলের দাবিতে অনড় ঢাবির আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। গতকাল সোমবার দ্বিতীয় দিনের মতো তারা প্রশাসনিক ভবনসহ মোকাররম ভবন, ম্যাথ বিল্ডিং, রেজিস্ট্রার বিল্ডিং, কলা ভবন, সোশ্যাল সায়েন্স বিল্ডিং, এফবিএস ভবনসহ বিশ^বিদ্যালয়ের সব একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেন। এর জেরে এদিনও বন্ধ ছিল প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম; হয়নি কোনো ক্লাস ও পরীক্ষা। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা তাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত চলমান কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

advertisement

এ দিকে অধিভুক্তি বাতিলের এ আন্দোলনে সমর্থন ব্যক্ত করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ ডাকসু। ডাকসু ভিপি নুরুল হক নুর ও সাধারণ সম্পাদক গোলাম রাব্বানী স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল উল্লেখ করা হয়, শিক্ষার্থীদের সব যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত দাবির প্রতি ডাকসু শ্রদ্ধাশীল। নির্বাচিত ছাত্রপ্রতিনিধি হিসেবে শিক্ষার্থীদের চলমান আন্দোলনে

ডাকসু পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, যেহেতু ঢাবি উপাচার্য বর্তমানে দেশের বাইরে আছেন, তাই তাদের আন্দোলনের বিষয়ে কার্যকর কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। সঙ্গত কারণেই শিক্ষার্থীদের আহ্বান জানানো হচ্ছে ক্লাসে ফিরে যাওয়ার। এতে বলা হয়, উপাচার্য আগামীকাল (আজ) দেশে ফিরলে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে ডাকসু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে সচেষ্ট করবে। শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ে ডাকসু সর্বদাই সোচ্চার বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

এ দিকে ৭ কলেজের অধিভুক্তি বাতিলের দাবিতে গতকাল সকালে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব প্রশাসনিক ও একাডেমিক ভবনে তালা লাগিয়ে দেন। তালাবদ্ধ এসব ভবনের সামনে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সেøাগানে মুখরিত করে রাখেন। একই সময়ে আন্দোলনকারীদের আরেক অংশ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করে।

মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের আহ্বায়ক অধ্যাপক আ ক ম জামাল উদ্দিন ও ঢাবি শাখা মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল গতকাল কয়েক সঙ্গীসহ সকাল ১০টার দিকে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবনের সামনে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের বাধা দেন। এতে শিক্ষার্থীরা উত্তেজিত হয়ে পড়েন।

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা জানান, তাদের আন্দোলন চলাকালে জামালউদ্দিন ও বুলবুল গং সামাজিক বিজ্ঞান ভবনে প্রবেশ করতে চান। আন্দোলনকারীরা তালা খুলতে না দেওয়ায় আমিনুল ইসলাম বুলবুল তাদের এই বলে হুমকি দেন যে, আমাদের ছেলে-পেলে আনব নাকি? এতে আন্দোলনকারীদের মাঝে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তারা ‘নির্লজ্জ প্রশাসন, ধিক্কার-ধিক্কার’, ‘অ্যাকশন-অ্যাকশন, ডাইরেক্ট অ্যাকশন’, ‘ভুয়া-ভুয়া’ ইত্যাদি বলে সেøাগান দিতে থাকলে এক পর্যায়ে জামালউদ্দিন ও বুলবুল গং সেখান থেকে চলে যান।

অধ্যাপক আ ক ম জামালউদ্দিন সাংবাদিকদের বলেন, বছরে দুবার অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠিত হয়। আগামী ২৮ তারিখ অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সভা রয়েছে। তার আগেই ছাত্রদের রেজাল্ট তৈরি করতে হবে এবং ওই সভায় ছাত্রদের ডিগ্রি পাস হবে। আজ পরীক্ষা না নেওয়া হলে ২৮ তারিখের আগে ফল প্রকাশ করা সম্ভব হবে না। পাশাপাশি অ্যাকাডেমিক সভাতেও ওই ফল অনুমোদন করানো সম্ভব হবে না। স্বভাবতই পরবর্তী অ্যাকাডেমিক সভার জন্য অপেক্ষা করতে হবে এবং ছাত্ররা এক বছর পিছিয়ে যাবে। এ জন্যই আমরা তাদের তালা খুলে দিতে অনুরোধ করেছিলাম।